আজকের কাগজ

তারিখ 14 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... [illegible] ...

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদে উত্তেজনা

সরকারি দলের ছত্রচ্ছায়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস চলছে —বিরোধী দল

কারা সন্ত্রাসের ইন্ধন দিচ্ছে তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। —তথ্যমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার দাবিতে গতকাল জাতীয় সংসদে বেশ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিরোধী সাংসদরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত জুলাই সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার উপর আলোচনার দাবি জানান ও বলেন, সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস চলছে। সাধারণ ছাত্রদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস করা হচ্ছে। এটি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নি বিরোধী ক'জন সাংসদ আনতী মুলতবি প্রস্তাব বাতিলের সিদ্ধান্ত দিলে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিরোধী দলের সাংসদরা একযোগে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন ও মুলতবি প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবিতে অনড় থাকেন। এতে বিষয়টি নিয়ে অনির্ধারিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। মাগরেব বিরতির আগে ও পরে মিলে প্রায় একঘন্টা বিশ মিনিট এ নিয়ে বিতর্ক চলে। বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুস সামাদ আজাদ ফ্লোর নিয়ে বলেন, সন্ত্রাস দমনের কথা বলবেন আর গোপনে সন্ত্রাসীদের আশকারা দেবেন তা হয় না। এই দ্বিমুখী নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা চলতে দেয়া যায় না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চার ঘন্টা ধরে ব্যাপক সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। শিক্ষকের লাঞ্ছিত করার মতো ঘটনা ঘটেছে। এগুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টির সাংসদ রাশেদ খান মেনন বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে শিক্ষকদের উপর হামলা চালানো হয়েছে তা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি বলেন, পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ১২ জন ছাত্রকে বিরোধিতার কারণে সন্ত্রাস দমন মামলায় দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সত্যিকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার এতদিন পরও তাদের গ্রেফতার করতে সরকারের তৎপরতা নেতিবাচক। পাশাপাশি সরকারের মন্ত্রী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। এ অবস্থা গণতন্ত্রের জন্য সুখকর নয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

জাসদ সাংসদ শাজাহান সিরাজ বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা জাতির জন্য লজ্জাকর। গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে শিক্ষাঙ্গনের এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সচেতন নাগরিকদের বিস্মিত করেছে। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ দেয়ার দাবি জানান।

জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারি ও বিরোধী দল শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে আন্তরিক নয়।

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি সমর্থন করে বলেন, সংসদে আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশবাসী প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। তিনি বলেন, এতে খুনীরা কোথায় আশ্রয়-প্রশ্রয় পাচ্ছে তা উন্মোচিত হয়ে যাবে। জনগণ জানতে পাবে হুমায়ুন জহির হত্যার নায়করা কোথায় আশ্রয় পাচ্ছে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, এতোদিন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ছিলোনা, পরিবেশ ছিলো শান্ত সেখানে হঠাৎ করে এমন অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটলো কেন? কারা সন্ত্রাসের ইন্ধন দিচ্ছে, কারা ঘটাচ্ছে বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কিত বিরোধী দলের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, জ্ঞাতসারে তিনি কোন সন্ত্রাসীর সঙ্গে বৈঠক করেননি।

অবশ্য ডেপুটি স্পীকার পরে আজ মঙ্গলবার কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনার উপর আলোচনা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত দেন।